৮।

দৈনিক ইত্তেফাক

তারিখ ... JAN. 3 1 1999 ... ...
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ... ৫ ...

হলের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী

'নারী শিক্ষায় শামসুন্নাহারের অবদান সমাজের মোড় পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে'

বাসস ॥ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা বেগম শামসুন্নাহার মাহমুদের স্মৃতির প্রতি গভীর শ্রদ্ধা জানাইয়া বলেন, নারী শিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁহার অবদান সমাজে মোড় পরিবর্তন করিয়া দিয়াছে।

(১৫শ পৃষ্ঠায় ৬-এর কঃ দ্রঃ)

নারী শিক্ষায়

(শেষ পৃষ্ঠার পর)

গতকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শামসুন্নাহার হলের রজত জয়ন্তী উদযাপন উপলক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী বলেন, বেগম রোকেয়ার ঘনিষ্ঠ সহযোগিতায় বেগম শামসুন্নাহার নারী শিক্ষা ও উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। তিনি বলেন, তাহারা যদি নারীর উন্নয়নে তখন অবদান না রাখিতেন তাহা হইলে আজকের দিনে মহিলাদের অবস্থা খুবই খারাপ হইত। কারণ তখনকার সমাজের ধর্মীয় বাধ্যবাধকতা কাটাইয়া তাহাদের কাজ করিতে হইয়াছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁহার সরকার নারীর ক্ষমতায়নে প্রদক্ষেপ গ্রহণ করিয়াছে। প্রসঙ্গে স্থানীয় সরকার নির্বাচনে বিপুলসংখ্যক মহিলার অংশ গ্রহণের উদাহরণ তিনি উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, দেশের অর্ধেক জনগণকে আলাদা রাখিয়া আমরা সামাজিক ও আর্থিক অগ্রগতি অর্জন করিতে পারি না।

ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস প্রসঙ্গে প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাঁহার সরকার ক্ষমতায় আসার পর হইতে ক্যাম্পাসে সন্ত্রাস নির্মূলের প্রচেষ্টা চালাইতেছে। কারণ 'সন্ত্রাসীরা কোন দলের নয়'। তিনি অবশ্য বলেন, অন্যান্য দলের সহযোগিতা ছাড়া তাহাদের প্রচেষ্টা বাস্তবায়ন সম্ভব নয়।

শেখ হাসিনা বলেন, যাহারা অস্ত্রের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসিয়াছে, তাহারা জনগণের মতামতের তোয়াক্কা করেন না। কিন্তু একটি নির্বাচিত সরকার জনগণের কল্যাণের কথাই সবসময় মনে রাখে, কারণ তাহাদেরকে জনগণের নিকট জবাবদিহি করিতে হয়। নারীর উন্নয়নে জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের অবদানের কথা উল্লেখ করিয়া তিনি বলেন, বঙ্গবন্ধু সরকারী চাকুরীতে মহিলাদের জন্য ১০ ভাগ চাকুরীর কোটা এবং জাতীয় সংসদে ৩০টি মহিলা আসন সংরক্ষিত রাখার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তিনি বলেন, দুইজন মহিলা কূটনৈতিক নিয়োগ করা হইবে। এদিকে দুইজন মহিলা পুলিশ সুপার নিয়োগ করা হইয়াছে। আমি তাহাদের উপর নজর রাখিতেছি এবং তাহারা ভাল কাজ করিতেছেন। তিনি রসিকতার সহিত বলেন, মহিলারা যখন দায়িত্ব পালন করেন তখন সাধারণতঃ দুর্নীতি করেন না। কিন্তু গৃহবধূরা স্বামীদের দুর্নীতি করিতে ইন্ধন যোগায়।

মহিলাদের হলের স্বল্পতার কথা উল্লেখ করিয়া প্রধানমন্ত্রী বলেন, তাহার সরকার একটি হল নির্মাণ করিয়া দিবে। দেশের শিক্ষা বিস্তারের লক্ষ্যে সরকার আরও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিবে। এ প্রসঙ্গে তিনি উল্লেখ করেন যে, গত দুই বছরে শিক্ষিতের হার ৪৭ ভাগের স্থলে ৫৬ ভাগে উন্নীত হইয়াছে এবং ২০০৬ সালের মধ্যে দেশ নিরক্ষরতামুক্ত হইবে।

শেখ হাসিনা ছাত্রদের একবিংশ শতাব্দীর চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় প্রস্তুতি গ্রহণের আহ্বান জানান। তিনি বলেন, আগামী শতাব্দীতে সকল ক্ষেত্রে বাংলাদেশকে কঠিন সমস্যার সম্মুখীন হইতে হইবে।

শিক্ষামন্ত্রী এএসএইচকে সাদেক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলর অধ্যাপক একে আজাদ চৌধুরী এবং হলের প্রভোস্ট সুলতানা শফি অনুষ্ঠানে বক্তৃতা করেন। শিক্ষা, সাংস্কৃতিক কর্মকান্ড এবং খেলাধূলায় অসাধারণ অবদান রাখায় হলের ৩০ জন ছাত্রীর হাতে প্রধানমন্ত্রী মেডেল তুলিয়া দেন।

পূর্বাহ্নে শেখ হাসিনা জাতীয় পতাকা এবং কবুতর ও বেলুন উড়াইয়া রজতজয়ন্তী অনুষ্ঠানের উদ্বোধন করেন। তিনি হল ক্যাম্পাসে বেগম শামসুন্নাহারের ভাস্কর্য উন্মোচন করেন।

ছাত্রদলের বিক্ষোভ

আমাদের রিপোর্টার জানান, শামসুন্নাহার হলের রজত জয়ন্তী অনুষ্ঠানে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার আগমনের প্রতিবাদ জানাইয়া ছাত্রদল গতকাল শনিবার ক্যাম্পাসে সমাবেশ ও বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। গণতান্ত্রিক ছাত্র ঐক্য ও ব্যসদ, ছাত্রলীগও ক্যাম্পাসে প্রধানমন্ত্রীর আগমনের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ মিছিল করে।